দারিও ফো ঃ প্রতিবাদের প্রতিকৃতি

অমিতাভ রায়

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের এক সকাল। নামেই সকাল, আকাশ ঘন কালো। সূর্যের হদিস নেই। সারা রাত ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি হয়েছে। সকাল বেলাওও ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বহুদিন বাদে নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশে আবার ছাত্রজীবন শু হয়েছে।সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা ভয়ে, কিছুটা নিয়ম রক্ষার তাগিদে খাতা পত্র ঝোলায় ভরে, গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে, মাথায় ছাতা সাজিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে যাত্রা শু করতে হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে প্রবেশ করতেই এক বিচিত্র ব্যাপার নজরে এল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যমঞ্চ 'টালিয়েসিন আর্ট থিয়েটার অডিটোরিয়াম' - এর সামনে ভিড় ভেঙে পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন ছাত্র - ছাত্রী, অধ্যাপক - অধ্যাপিকা, কর্মচারী কোনও কে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ওখানে সমবেত হয়েছে। বর্ষণসিক্ত সকালে এমন কী ঘটল যাতে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় ওখানে জড়ো হয়েছে। --- এইসব সাত - পাঁচ ভাবতে ভাবতে কিছুটা এগানোর পর বোঝা গেল, --একটু বাদেই 'কান্ট পে, ওন্ট পে' নাটকের টিকিট দেওয়া হবে। নাটক মঞ্চস্থ হবে - এক মাস পরে। একটানা এক সপ্তাহ, রোজ দু'বার করে দারিও ফো-র এই নাটকটি অভিনীত হবে।

উৎপল দত্তের 'বাংলা ছাড়ো' নাটকের মাধ্যমে দারিও ফো নাট্য - ঘরানার সাথে পরিচয়, পরে আশির দশকের শেষ ভাগে দারিও ফো রচিত 'ট্রাম্পেট্‌স্ অ্যান্ড রস্‌বেরীজ্' প্রহসনের বঙ্গায়ণ 'হচ্ছেটা কী' বিভাস চক্রবর্তী কৃত দেখার সুযোগ হয়েছে। এছাড়া তো দারিও ফো সম্পর্কে আর কিছুই জানা নেই। সুতরাং ব্রিটেনের এই ছোট্ট বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শহরে দারিও ফো প্রীতি রীতিমত চমকে দিয়েচিল। বিশেষতঃ এতকাল ধরে শোনা ছিল ব্রিটিশ জাতি অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং নাটকের ব্যাপারে তারা নাকি অত্যন্ত নাক উঁচু।

মাসখানেক পরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বহু ভাষা - ভাষী মানুষের সঙ্গে বসে বসে 'কান্ট পে, ওন্ট পে' দেখার অভিজ্ঞতা হ'ল। সমবেত দর্শকের অধিকাংশই ব্রিটিশ। মঞ্চের পর্দা সরিয়ে জনৈকা অভিনেত্রী নাটকের শুতে ঘোষণা করলেন, ---আমাদের নাটক দেখে তোমরা অভিভূত হবে, হাসবে। তবে তার থেকে বড় বিষয় হ'ল, ---এই নাটক তোমাদের ভাবাবে। নিত্যদিনেরঘটনাবলীর ভালো-মন্দ কিছুই তোমাদের চোখ এড়িয়ে যাবে না।

নাটক দেখার পর সত্যিই সত্যি এই অভিজ্ঞতাই হ'ল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে এমন সুচা শিল্প যে গড়ে তোলা যেতে পারে তা আগে কোনও দিন কল্পনা করারও সুযোগ ঘটে নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিদ্ধে ইতালির জনগণ সোচ্চার। সেই প্রতিবাদমুখর দৈনন্দিনজীবনযাপন প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে সঙ্গীত মুখর এক মজার গল্পের মাধ্যমে মঞ্চস্থ হ'ল।

পুরোনো লজঝরে তিনতলার এক ফ্ল্যাট। সাধারণ এক শ্রমিক জিওভান্নির এই ফ্ল্যাটেই সংসার। জিওভান্নির স্ত্রী আন্তোনিয়া বান্ধবী মার্গেরিতাকে নিয়ে দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নাটক শু হয়।

আন্তোনিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে দু'হাতের ভারী প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো টেবিলের উপর রাখে। ব্যাগ থেকে খাবারের কৌটো উপচে পড়ছে। সুপারমার্কেট থেকে এইসব জিনিসপত্র টেনে আনার কাজে সাহায্য করার জন্যে আন্তোনিয়া মার্গেরিতাকে ধন্যবাদ জানায়। এদিকে এই দুর্মূল্যের বাজারে এত কেনা - কাটা দেখে মার্গেরিতা বিস্মিত।

এইবার আন্তোনিয়া বান্ধবীকে সব কথা খুলে বলে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাজারে দাঙ্গা চলছে। প্রতিবাদী মেয়েরা দে

াকান লুঠ করছে। লুঠের সামগ্রী জলের দরে বিক্রি হচ্ছে। আন্তোনিয়া ব্যাগ ভর্তি করে সস্তায় লুঠের সামগ্রী নিয়ে এসে চিন্তিত। কারণ,তার স্বামী জিওভান্নি এসব একদম পছন্দ করে না। মার্গেরিতার স্বামীও একই রকম। দুই বান্ধবীর স্বামীই সৎ, আদর্শবাদী হওয়ায় লুণ্ঠিত সামগ্রী দু'জনেরই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, দুই বান্ধবী তাড়াতাড়ি সমস্ত জিনিসপত্র আলমারির তলায়, সোফার নিচে, কোটের তলায় লুকিয়ে রাখার উদ্যোগ নেয়। এই সময়েই তাদের নজরে পড়ে যে ত াড়াতাড়িতে তারা কুকুর - বেড়াল - পাখির খাবারের কৌটো নিয়ে এসেছে। সে এক দুঃসহ অবস্থা। একদিকে দোকান লুঠের যুক্তি সংগ্রহ, গ্যাস - বিজলির বিলও বাকি পড়েছে। সকলেরই প্রায় একই রকম অবস্থা। সুতরাং 'কান্ট পে! ওন্ট পে!' বা, 'দাম দিতে পারছি না, দাম দেব না' শ্লোগান দিয়ে যারা দোকান লুঠ করছে তারা অন্যায় কিছু করে নি। পাশাপা শি অন্য চিন্তায়ও তারা উদ্বিগ্ন। পুলিশ নাকি বাড়ি - বাড়ি খানা - তল্লাশি শু করেছে। আদর্শবাদী স্বামীদের ব্যাপারটা তো রয়েই গেছে।

আন্তোনিয়ার এহেন মানসিক পরিস্থিতিতে মার্গেরিতা আফশোস করে যে আগে খবর পেলে সে-ও কিছু লুঠের জিনিষ সংগ্রহ করতে পারত। আন্তোনিয়া দরাজ হাতে মার্গেরিতাকে নিজের সওদা ভাগ করে দিতে চায়। কিন্তু মার্গেরিতা দান নিতে নারাজ। আন্দোনিয়া 'যখন পারবে দাম দিও', প্রস্তাব দিলে মার্গেরিতা নিমরাজি হয়। জিনিস নিতে রাজি হয়েই ম ার্গেরিতাও চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বামী ছাড়াও মা - বাবা এবং কাকীমাকে সে কী জবাব দেবে? আর স্বামীর কথা ভেবে সে তো রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তার আদর্শবাদী স্বামী এই অপরাধের জন্য তাকে মেরে ফেলবে না তো?

এমন পরিস্থিতিতে বাড়িতে প্রবেশ করে আন্তোনিয়ার স্বামী জিওভান্নি। জিওভান্নির উপস্থিতিতে মার্গেরিতা কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করে এবং বাড়ি ফেরার উদ্যোগ নেয়। বেশভূষা ঠিকঠাক করার সময় কোটের পকেটে রাখা খাবারের কৌটোগুলে ায় টুং টাং আওয়াজ হয়। কৌতুহলী দৃষ্টিতে জিওভানি মার্গেরিতার দিকে তাকায়। আন্তোনিয়া সপ্রতিভ ভঙ্গিতে স্বামীকে জবাব দেয় যে মার্গেরিতা বিবাহিতা। সন্তানসম্ভবা শব্দটা উচচারণ না করলেও দর্শকমণ্ডলী হাসির হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। এরপর একের পিঠে আরেক মিথ্যেচড়িয়ে নাটকের পরিধি বেড়ে চলে।

জিওভান্নিও বাড়ি ফেরার পথে লুঠের খবর শুনে এসেছে। সে সবিস্তারে লুঠের খবর স্ত্রীকে শোনায়। কী সাংঘাতিক অবস্থ া! জিওভান্নি স্ত্রীকে বলছে, --তুমি ওই মেয়েদের দলে থাকলে লুঠের জিনিষ তোমার মাথায় ভাঙতাম। আন্তোনিয়া তো শিউরে ওঠে।

এমতাবস্থায় আন্তোনিয়া স্বামীকে খেতে দেবার জন্য একটি কৌটো খুলতে যায়। জিওভান্নি দেখে সেটা কুকুরের খাবারের কৌটো। আন্তোনিয়া বোঝায় যে কুকুরের খাদ্য হলেও তা অতি পুষ্টিকর, কর্মক্ষমতাবর্দ্ধক, সুস্বাদু এবং সুলভ! জিওভান্নি বিষয়টাকে মজা বলে ধরে নিয়ে আরেকটা কৌটো খুলে গিয়ে দেখে সেটা পাখির খাবার। জিওভান্নির রাগ হওয়া অস্বাভ াবিক নয়। আন্তোনিয়া কথার পিঠে কথা দিয়ে বুঝিয়ে চলে পশুপাখির খাবার বলেই সেগুলো অখাদ্য নয়। কথা বলতে বলতেই আন্তোনিয়া আরেকটি কৌটো খোলে। এবার পাওয়া গেল খরগোশের মাথার স্যুপ।

অকস্মাৎ অকুস্থলে পুলিশের আবির্ভাব। লুণ্ঠিত সামগ্রী অন্বেষণে পুলিশ অফিসারের আগমন। জিওভান্নির সঙ্গে পরিচয় পর্বেরকথাবার্তায় পুলিশ অফিসার মুগ্ধ হয়ে যায়। সে গৃহকর্তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে পুলিশও সমাজিক জীব। দরিদ্রের উপর পুলিশের অত্যাচার তার পছন্দ নয়; অথচ শাসক শ্রেণীর নির্দ্দেশে পুলিশকে এমন অমানবিক কাজ প্রায়শই করতে হয়। জিওভান্নির টেবিলে পড়ে থাকা মাও জে দং এর রেড বুক থেকে সে উচচারণ করে, --সব প্রতিক্রিয়াশীলই ক াগুজে বাঘ। খানা - তল্লাশি শু করার সুযোগই এল না। পরবর্তে শু হল তাস খেলা আর আড্ডা। খালি পেটে তো আর আড্ডা হয় না। খাদ্য দরকার। আর বাড়িতেখাদ্য বলতে আছে সেই কম দামে কিনে আনা লুণ্ঠিত পশু পাখির খাবার। অগত্যা তাই সই। খাবার পরিবেশনের উদ্যোগ গ্রহণের দৃশ্যে নাটক সমাপ্ত হয়।

অত্যন্ত সাদামাটা কাহিনী। কিন্তু সংলাপের বাঁধুনিতে সমাজের দুঃখ - দুর্দশা প্রতিফলিত। গল্পের কাঠামোয় পণ্যবাদী অ াধুনিক জীবনের নগ্ন রূপ উন্মোচিত। অথচ নাটকটি কথা প্রধান নয়। বরং পুরোপুরি সঙ্গীতময়।

এরপর দরিও ফো-র নাটক বা প্রহসন আর দেখা হয়নি। পড়া হয়েছে। পড়া যত এগিয়েছে ততই স্তম্ভিত হতে হয়েছে। সুতরাং এ বছর শারদোৎসবের দিনগুলিতে দারিও ফো-র নাম খবরের কাগজে দেখে আনন্দ - উল্লাস রীতিমত উত্তেজন ায় পরিণত হল। সাহিত্যে ১৯৯৭ - এর নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন ইতালির নাট্যকার দারিও ফো। গত ৯ই অক্টোবর

'সুইডিশ আকাদেমি অফ লেটার্স' স্টকহোম-এ ঘোষণা করে, --- 'সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে দারিও ফো সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী ...। হাস্যরস এবং গাম্ভীর্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি সমাজের বিকৃতি সম্পর্কে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি ব্যাপকতার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে উপস্থাপিত করেছেন। সারা বিশ্বেই নাটকের ক্ষেত্রে তিনি সর্বনন্দিত।'

ছোট - বড়ো মিলিয়ে কম - বেশি সত্তরটি নাটকের রচয়িতা একাত্তর বছর বয়সী দারিও ফো - কে ৯৪তম নোবেল সাহিত্য পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করার সময় ১৯৭০ এ রচিত 'অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ্ অফ্ অ্যান্ অ্যানার্কিস্ট (জনৈক নৈরাজ্যবাদীর দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু) শীর্ষক নাটকটিকে বিশেষ গুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর ৫২টি দেশে অন্তত ১০০ টি ভাষার দারিও ফো-র বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। সর্বত্রই তার নাটক সমান জনপ্রিয়। কিন্তু ইতালির সরকারের চোখে -- দারিও ফো 'সোশ্যাল অ্যাজিটেটর' বা সামাজিক আলোড়নকারী। সমাজ তথা রাষ্ট্রের অত্যাচার-স্বেচ্ছাচার - অনাচারের বিদ্ধে তিনি সর্বদা প্রতিবাদমুখর। তাঁকে এহেন অপরাধে তিনবার জেলও খাটতে হয়েছে। কিন্তু দারিও ফো নির্বিকার ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কশাঘাতে কর্তৃত্বের অধিকারীদের জীর্ণ করেছেন। নিপীড়িত মানুষকে তিনি মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। এমন একজন প্রতিষ্ঠানবিরোধী ব্যক্তিত্বকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করার মধ্যে কোনও বশীকরণের টোটকা আছে কী না বলা মুশকিল। কারণ, দারিও ফো আজও উদাত্ত কণ্ঠে উচচারণ করেন -- 'পূর্ব ইউরোপে যা ঘটেছে তা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করা উচিত। সমাজতন্ত্র যদি ওই দেশগুলিতে পরিত্যক্ত হয় তবে অনিবার্যভাবেই সেখানে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ হবে। সূচনা পর্বে পুঁজিবাদের উজ্জ্বল চেহারাটা দেখা গেলেও দুদিন বাদেই তার মুখোশ খসে পড়বে এবং পূর্ব ইউরোপের মানুষ পুঁজিবাদের হিংস্র পাশবিক চেহারা প্রত্যক্ষ করবে।' (১৯৯০-এ ব্রিটেন - এর লাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত রাজনৈতিক নাট্য বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ) গত সাত বছরে পূর্ব ইয়োরোপ থেকে যে সব খবরাখবর আসছে তাতে দারিও ফোর-র পূর্বাভাষ শতকরা একশ ভাগ মিলে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পালাবদলকে কেন্দ্র করেপৃথিবীব্যাপী যে আলোড়ন চলছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এমন বলিষ্ঠ ভাষায় সমাজতন্ত্রের পক্ষে অন্য কোনও শিল্পী কী সোচচার হয়েছে? ১৯৯৪ -এ ইতালির 'লা ফিগারো' পত্রিকায় 'কমিউনিজম -এর রাজনীতিই বিশ্বকে বাঁচাতে পারে' শিরোনামে দারিও ফো প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলেন আমি নাট্যকার অভিনেতা, আমি অভিনয় নিয়েই থাকতে চাই। তবে কমিউনিজম - এ যেমন বিশ্বাসী ছিলাম তেমনই আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

ইতালির লমবার্ডি অঞ্চলের ছোট্ট শহর সান জিয়ানো ১৯২৬ এর ২৪শে মার্চ এক রেল শ্রমিকের পরিবারে দারিও ফো জন্ম গ্রহণ করেন। মিলানের ব্রেরা আকাদেমিতে মঞ্চ স্থাপত্যর স্থাপত্যবিদ্যা অধ্যয়নের সময় নাটকের প্রতি আকর্ষন বোধ করে নাট্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ফলাফল, -- প্রথাগত পড়াশোনার পাট তুলে দিয়ে ১৯৪৫ এ মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে সর্বক্ষণের নাট্যকর্মী হয়ে গেলেন দারিও - ফো। ইতালির জনপ্রিয় নাট্য রীতি 'কমেদিয়া দেল্ আর্তে' - কে নিজের নাট্য চিন্তার প্রকাশ মাধ্যমরূপে দারিও ফো বেছে নিয়ে বেশ কিছু ছোটো ছোটে বিদ্রূপাত্মক ব্যাঙ্গনাটক প্রহসন রচনা ও মঞ্চস্থ করার মধ্যে দিয়ে তাঁর নাট্যকার অভিনেতা জীবনের সূচনা করেন। প্রচলিত কমেদিয়া দেল আর্তে নাট্যরীতিতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর ভাঙাচোরা ইতালির সমাজ জীবনে ব্যঙ্গ তথা মেয়েদের ভূমিকাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। ইতালির রাজনীতিতে প্রভাবশালী খ্রিশ্চিয়ান ডেমোত্রটিক পার্টির নেতারাবাস্তব ঘটনা ভিত্তিক চলচিচত্র থেকে এই সব নাটকের কাহিনী খুঁজে নিতেন। অভিনেত্রীদের অঙ্গশোভা প্রদর্শনের উপর গুত্ব দেওয়া হত। দারিও ফো কমেদিয়া দেল আর্তে প্রথার নাট্য প্রযোজনা শু করলেও তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু হল পুরোপুরি ভিন্ন। সামাজিক দ্বন্দ্বসমূহ তার নাটকে শৈল্পিক ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হতে থাকল। মানব শরীরের বদলে সমাজের শরীর তাঁর নাটকে অনুপুঙ্খভাবে বিন্যস্ত হল। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ - পরিহাস মিশিয়ে ইতালির সমাজজীবনকে যেভাবে তিনি দর্শকের সামনে পরিবেশন করা শু করলেন তা সমাজ - রাষ্ট্র পরিচালকদের রীতিমত চিন্তায় ফেলে দিল।

ইতালির রাষ্ট্রীয় বেতার ব্যবস্থা ব্র্ডট -এ দারিও ফো নাট্য প্রযোজনার সুযোগ পেয়ে বিখ্যাত গল্প, ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রবাদ কাহিনী প্রভৃতি আত্মকথনের কায়দায় অভিনয় শু করেন। ডেভিড ও গোলিয়াথ (বাইবেল - এর গল্প,), সীজার ও ব্রুন্টাস, ওথেলো ও ইয়াগো (শেকস্পীয়ারের নাটক), প্রভৃতি চরিত্রে আধুনিক ইতালির কশাঘাতের মাত্রা সহ্য করতে না প

ারায় কর্তৃপক্ষ অল্প দিনের মধ্যেই দারিও ফো-র অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।
১৯৪৫-য় দারিও ফো অভিনেত্রী ফ্রাঙ্ক রামে - কে বিয়ে করলেন। ১৯৫৯-এ স্ত্রীর সঙ্গে যুগ্মভাবে গড়ে তুললেন নিজেদের নাট্যসংস্থা- কোম্পালনিয়া তিয়াত্রালে দারিও ফো - ফ্রাঙ্ক রামে। নতুন সংস্থার প্রথম প্রয়োজনা, -গ্লি আরকান্জেলি নন জিওসানো অ ফ্লিঁপার। ইতোমধ্যেই ছোটো - বড় অন্যান্য নাটক রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ের মাধ্যমে দারিও ফো ইতালির নাট্য জগতে নিজেকেপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। লো সিভ্তা তো (ইংরেজী অনুবাদে দ্য স্যু বল্) চলচিচত্রেও তিনি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই ফিল্মের পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত চলচিচত্র নির্মাতা কার্লো লিজান। ১৯৬০ থেকে দারিও ফো ও ফ্রাঙ্ক রামে নারীবাদী আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে নানান পরীক্ষা - নিরীক্ষা নাট্যমাধ্যমে করেছেন। এই পর্বের শেষে ১৯৭৪-এ 'তুল্তা কাসা, লেত্তো এচিয়েসা' (বা ইংরেজি অনুবাদে - জাস্ট হোম্, বেড অ্যান্ডচার্চ) পর্যায়ে অভিনীত নাটকের নাম 'ফিমেল পার্টস'।
১৯৬৮ - তে ভিয়েতনামেরর যুদ্ধ, চীনের সাংস্কৃতি বিপ্লব, পশ্চিম ইয়োরোপের বিশেষত ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সত্রিয় রাজনীতিতে সামিল হবার তাগিদে নিজেকে বাণিজ্যিক নাটক থেকে বিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন দারিও ফো। 'বুর্জোয়াদের ভাঁড়' বৃত্তি ত্যাগ করে নিজের যাবতীয় সৃজন ক্ষমতা ও পেশাদারী দক্ষতা দিয়ে ইতালীর সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনার কাজে উদ্যোগী হয়ে তিনি 'কোম্পালনিয়া তিয়াত্রালে দারিও ফো - ফ্রাক্সা রামে' ভেঙে দিলেন। ওই সময়েই অভিনীত হ'ল তাঁর বিখ্যাত একক ব্যঙ্গ নাট্য 'মিস্তেরো বুফো' ইংরেজি অনুবাদে - মিষ্টার বুফো)। মধ্যযুগের বহু প্রচলত গল্প যা মৌলিক ও বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে তাদের একত্রিত করে এক কোলাজ গড়ে তুলে এবং সে কোলাজকে নিজের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী বিশ্লেষণকরে একক অভিনয়ে মঞ্চস্থ করেন এক অভিনব নাটক - মিস্টার বুফো। কিছুদিনের মধ্যেই ভ্যাটিকান সিটি প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত আনার অজুহাতে মিস্টার বুফোর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। যদিও মিস্টার বুফোর জনপ্রিয়তা ত্রমশই বেড়ে চলছিল। এবংসরকার বা ভ্যাটিকান সিটি কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে নি।
১৯৭০ -এ ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে 'ন্যুয়োভা সিনা' নামক এক নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তুলে সারা দেশে সাধারণ মানুষের সামনে অভিনয় করে বেড়ান। এই সময়কার প্রযোজনাগুলি আমলাতন্ত্র - দুর্নীতি সহ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ত্রিয়াকর্মাদিকে সরাসরি আত্রমণ করায় ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি ন্যুয়োভা সিনা -র স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে এবং দারিও ফো-র নাটক বয়কট করার আহ্বান জানায়। দীর্ঘ বিতর্ক ও সংঘাতের পর সস্ত্রীক দারিওফো ন্যুয়োভাসিনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক নাট্য - সংস্থা গঠন করেন; সংস্থার নাম - ইল কলেত্তিভো থিয়েত্রালে লা কমিউন।
কতৃপক্ষ কতৃক বয়কটের অভিজ্ঞতা অবিশ্যি দারিও ফো-র আগেই হয়েছিল। ১৯৬২ - তে ফো ও রামে 'লাঞ্জেনিসিমা' নামকএকটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য টেলিভিশনে আমন্ত্রিত হ'ন। পুলিশ, আমলাতন্ত্র মালিকের দালালি করা শ্রমিক সবাইকে তিনি এমন তীব্র বিদ্রূপে সিক্ত করে তোলেন যে কিছুদিন চলার পরই অনুষ্ঠানটি নিয়ে সংবাদপত্র - সংসদ সর্বত্র তুমুল সমালোচনার ঝড় ওঠে। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানটি প্রত্যাহার করে নেয়।
নাট্য প্রযোজনা করার জন্য আরও একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা ৬০ - এর দশকে দারিও ফো অর্জন করেন। 'সিনোরা ই' দা বুত্তারে' (ইংরেজি অনুবাদে - ম্যাডাম ইজ্ ডিসপোজেবল্) নামে একটি জনপ্রিয় প্রহসন মারফত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে দারিও ফো আত্রমণ করেন। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতিকেও নাটকের সংলাপে সরাসরি আত্রমণ করা হয়। ফলাফল, দারিও ফো - কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা দেওয়া হ'ল না। পরে অবিশ্যি জনমতের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন নির্দেশ প্রত্যাহার করে।
নাটকের মধ্যে আবৃত্তি - মূকাভিনয় - নাচ - ভাঁড়ামি ইত্যাদির উপকরণ মিলিয়ে - মিশিয়ে যে ভাব - ভাষা - ভঙ্গিতে দারিও ফো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দুর্নীতি - কুৎসা - গুণ্ডামি - শোষণ প্রভৃতির বিদ্ধে লড়াই -এর আহ্বান জানান তা' এক কথায় অনবদ্য। উন্নত ধনতন্ত্র এই কারণে তাঁকে 'সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা বলে চিহিত করে। ইতালি একটি ফ্যাসিবাদী সংস্থা ফ্রাঙ্কা রামেকে অপহরণ করে। দারিও ফো -কে পুলিশ গ্রেপ্তার করা ছাড়াও বহুবার হয়রান করে। তবুও দারিও ফো অটল - অনড়, নিজ আদর্শে অবিচল। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, রাজনৈতিক বন্দী প্রমুখের জন্যে সর্বদাই নাট্যা

ভিনয় ছাড়াও সর্বতোভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাজেদারিও ফো সদা ব্যস্ত। এহেন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে ইতালির কমিউনিষ্ট পার্টিও দারিও ফো-র সঙ্গে আবার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তিনিও ইতালির বিগত সাধারণ নির্বাচনে ব ামপন্থীদের হয়ে প্রচার চালিয়েছেন। এবং স্বভাবতই আবার ভ্যাটিকান সিটির বিত্তি উৎপাদন করেছেন। এমনকী তাঁর নে াবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতেও ভ্যাটিকান সিটি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

নোবেল কর্তৃপক্ষ ‘অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ্ অফ্ অ্যানার্কিস্ট’কে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচনা করেছে। মজার ব্যাপার হ’ল আশি দশকে ব্রিটিশ অ্যান যৌবন এই নাটকটি অভিনয় করে মার্গারেট থ্যাচারের বিদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন। ‘দি ফিউনের াল অফ্ দ্যা বস্’ নাটকটিও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বিস্ফোরক।

নাট্য নির্মাণ, রাজনৈতিক দর্শন, প্রতিবাদী চরিত্র এই সব মিলিয়েই দারিও ফো। তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তবে ইতিহ াসকে অতিত্রম করেন নি। বরং দারিও ফো-র জীবন ও শিল্পচর্চা, ইতিহাসে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com